ISSN : 3006-449X
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 1 No. 3, September, 2024

বিয়ের গানে গালাগাল: সমাজভাষিক অধ্যয়ন

Dr. Goutam Sarker
Assistant Professor, Department of Bengali,
Manikchak College, Malda, West Bengal, India.
Corresponding Author: Dr. Goutam Sarker Email: gtmsrk@gmail.com

ARTICLEINFO

সূচক শব্দঃ সমাজভাষা, প্রন্ন বাংলা ভাষা, বিয়ের গান, গালাগাল, যৌনতা বিষয়ক গালি, পরকীয়া বিষয়ক গালি, দারিদ্রতা বিষয়ক গালি।

Received : 1 July, 2024
Revised : 30 August, 2024
Accepted: 10 SEP, 2024

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

ABSTRACT

ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সমাজ ভাষাবিজ্ঞান এই সময়ে বহুল চর্চিত। তবে, ভাষা বিজ্ঞানের এই শাখায় যে সমাজকে ইঙ্গিত করে তা হল বৃহত্তর সমাজ। তার বাইরে আরও একটা সমাজ আছে তা হল লোকসমাজ। সেক্ষেত্রে সমাজ ভাষাবিজ্ঞান লোকসমাজকে তেমনভাবে আলোকপাত করে না, যদিও লোকসমাজও বৃহত্তর সমাজেরই অংশ।

Introduction

সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের হাত ধরে একটি তত্ত্বে পৌঁছান যেতে পারে তা হল লোকভাষা। অর্থাৎ লোকসমাজের মুখের ভাষাই লোকভাষা। সে ভাষারও অনেক বৈচিত্র্য। আমার পিএইচডি গবেষণার কাজ 'বাংলা লোকভাষা' নিয়ে। সম্প্রতি তা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পন্ন হয়েছে। এই গবেষণা প্রবন্ধটির মুখ্য উদ্দেশ্য লোকভাষার পাশাপাশি ভাষিক উপাদানগুলো লোকসমাজে যেভাবে অবস্থান করছে তার আলোচনা এবং সংরক্ষণ। নইলে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'ঠাকুমার ঝুলি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিদিমা কোম্পানি নিয়ে যে আক্ষেপ করেছিলেন তা অচিরেই সফল হয়ে যাবে। ক্ষেত্রসমীক্ষার মূল এলাকা উত্তরবঙ্গ। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গও। নানা সময়ে বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম এবং রাজশাহীর কিছু গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ বলতে দুই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার। মূলত রাজবংশী সমাজের গানগুলো সংগৃহীত হয়েছে। দুই বঙ্গের রাজবংশীদের মুখের ভাষা প্রায় পাশাপাশি সেকারণেও গবেষণার এই কাজটি আরও সম্ভব হয়েছে।

Research Methodology

গানগুলো সংগ্রহ করার জন্য প্রথম ক্ষেত্রসমীক্ষার রীতি মেনে সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত গানগুলোকে ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়ন করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এককালীন বা বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়নি, কেননা লোকসমাজের প্রাথমিক উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করাই একটা দুরহ কাজ।

Discussion

বিয়ের গানে প্রভূত বাংলা ভাষার ভাষিক উপাদান অনেক বেশি। তবে, কোন ভাষার কথা হচ্ছে– না, যে ভাষা আধুনিক বাংলা ভাষার আধিপত্যের হাত থেকে নিজেকে সুরক্ষা করেছে– এখন অবধি, সেই প্রাচীন বাংলা অথবা মূল বাংলা ভাষা। প্রমিত বাংলা যাকে বলি সেও ভাষার ব্রাহ্মণ্যবাদের কথা। মধ্যযুগের সাহিত্য যে বাংলা রচিত হয়েছে, ব্রাহ্মণ্যবাদী লেখকেরা তখন থেকে বাংলা ফরমেশান বদলাতে শুরু করেছে। অথবা বিশেষ একটি এবং দুটি ভাষার উপর লোভবশত বাংলা ভাষার ভাঙ্গা শুরু হয়েছে। তা আজও অব্যহত। আধুনিক যুগের শুরুতে অর্থাৎ যখন বাংলা গদ্যের প্রচলন হচ্ছে সেইসময় আরও বাংলা ভাষার মূল রুট থেকে সরে আসা শুরু হল। তা না হলে আজকের বাংলা ভাষা অন্যরকম হতে পারত। আর, তা যদি হত তাহলে বাংলা ভাষার নিজস্বতা অটুট থাকত।

যে চর্যাপদের ভাষা বাংলার আদি ভাষার উপাদান হিসাবে ধরা হচ্ছে। সেই বাংলা আদি-মধ্যযুগ অর্থাৎ আনুমানিক শ'দুয়েক বছরের মধ্যে বিপুল পরিবর্তন হয়ে গেল। চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে শ্রীকীর্তনের কাব্যের ভাষা। বর্তমান সাহিত্যে তার সিকিভাগও মিল নেই অথচ বাংলা সংস্কৃতিকে লোকসাহিত্যকে যে ভাষা এখন ধরে রেখেছে তার সঙ্গে অনেকটা মিল পাওয়া যায়। তাতে বাংলা ভাষার মূল ধারাটি এখনো আংশিক অক্ষত। একে রক্ষা করেছে বাংলার মানুষেরাই। ভাষার প্রতি উদাসীনতা থেকে যখন একদল বাঙালি নিজস্বতা থেকে সরে যাচ্ছে তখন অন্য দল; যারা আটপৌরে মানুষ তারা নিজের ভাষাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে লালন করে চলেছে। ভালোবাসার গল্প বেঁধেছে। সুর করেছে। গান ধরেছে...

বিয়ের গানে যেসব ভাষিক উপাদান পাওয়া গেছে তা থেকে সামাজিকসূত্রগুলি আলোচনা করা যায়। লোকে বলে ভাষা হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিকতার(ইকবাল ৭১) প্রচারক। পুরুষ ভাষার মূল কাঠামো তৈরি করে। তা কিন্তু অনেকাংশে সত্য। তবে বিয়ের গানের ক্ষেত্রে একটু আলাদা করে ভাবা যায়। কেনো না এই গানের কথাগুলো যারা প্রয়োগ করে তারা নারী। যখন প্রয়োগ করা হয়; সেই সময়টিও নারীর। এবং

প্রয়োগ হয় নারী ও পুরুষের অর্থাৎ উভয়ের উপর। বক্তা নারী শ্রোতা নারী ও পুরুষ। ভাষার পুরুষতান্ত্রিকতা বাড়ির অন্দরমহল দখল করলেও প্রয়োগ কর্তা এবং বিষয় মাথায় রেখে ভাবতে হচ্ছে। নারীর শরীর নারীর যৌনতা নিয়ে কথা বলছে। তাতে আমরা সেই স্বাধীনতাটা দেখতে পাই যে ভাষার যে মননগত প্রয়োগ তা একান্ত নারীর। বরং পুরুষ সেখানে গৌণ। ব্রাত্য। পূর্বেও একে আমি অশ্লীল (সরকার ১০৫) বলিনি। কিংবা গালি বলিনি।

ভাষা প্রয়োগের একটা বড়ো দিক হল– ভাষা প্রয়োগের সময়জ্ঞান এবং প্রয়োগের সময় স্বরক্ষেপণ। ফলে, অতিবড় বাজে শব্দও প্রয়োগ ও প্রয়োগস্থল বিশেষ গুণে সরল হয়ে উচ্চারিত হয়। হাল্কা লাগে। আবার প্রয়োগের অপ-কৌশলে সাধারণ শব্দ স্ল্যাং হয়ে ধ্বনিত হয়। বাজে লাগে। জোরে এসে হৃদয়ে ধাক্কা দেয়। ভাষা প্রয়োগের বৈচিত্র্য এখানেই। ভাষা প্রয়োগের দক্ষতাও এখানে। কে কত বাগ্মী এখানেই পরিচয় হয়।

বিয়ের গানে পাওয়া শব্দ যাকে আমরা গালি অথবা শ্ল্যাং বলছি তারই দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি নিম্নে–

যৌনতা বিষয়ক

ভাতার
অর্থ স্বামী। সরল করলে দাঁড়ায় যে ভাত দেয়।

‘ভাতার কত খাবু বেছা চাউলের ভাত
বেছা চাউলের ভাত খায়া মনের পুরাম স্বাদ’।

ঘর মারা
অর্থ অন্যের সংসার ভাঙ্গান। অন্যের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন।

‘হাতত ধরিটি ফেল্লি
গেলুটি কার ঘর মারিবা’।

চেটের গারা
অর্থ বাজে গারা। অথবা পুং লিঙ্গের যৌন ছিদ্রের কথা বলা হচ্ছে।

‘যেইল্লা চেটের গারা পালু
ইবুর খায়া পরলু’।

দুদ
স্তন। মেয়েদের স্তন।

‘কে না পারিবে ও মোর ফেল্লিক জাগিল করিম
হিলাইতে দুলাইতে ওমার দুধত হাতরে’।

মন জুড়ান
যৌনতায় সন্তুষ্ট করা।

‘মোর মন না জুড়াইলেরে ফেল্লা ভাত খাবার বেলা
তোর মন না জুরাইমরে সুতিবার বেলা’।

গতর খসা
গর্ভপাত করা। এ্যাবরশান।

‘একবার মাইর মারলু গায়ে গতরে
একবার মাইর মারিলু গতর খসালু’।

দেরি চুদা
বেশি বয়সে বিবাহ এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপন
‘এত কেনে দেরিগে
দেরি চুদার বেটি’।

চখোত চুদুং
ভালো না দেখলে অথবা নির্দেশমত বাতলে দেওয়ার পরও দেখতে না পাওয়া। এবং যার চক্ষু লজ্জা নেই তার চোখকে বাজে দেখা।
‘বড় শালার চখোত চুদুংরে
নয়া কুটুমের মানরে নাই’।

উঠিয়া
সেক্স ওঠা। যৌন উত্তেজিত হওয়া।
‘পানিয়া নাঙ্গে উঠিয়া হে শালি কার ঘরের নটিনী
ফেল্লা না উঠিয়া কয় হে শালা মোর ঘরের নটিনী’।

বাসি বুক
যৌন ক্রিয়ায় ক্লান্ত হয়ে ওঠা বুক। ঘেমে ওঠা বুক।
‘দেতোরে ফেল্লা শাউলির গামছা
মুছোকত বাসি বুকের ঘাম’।

বকবকাই
রতি ক্রিয়ায় ক্লান্ত করে তোলা। চিৎকার করে তোলা।
চামর কালীর বকরা দিয়া বকবকাই উঠাউং
মুই জানুং না শুনুং না।

সেজার দোসর
বিছায় পারঙ্গম। বিছানার সঙ্গী হয়ে ওঠা।
‘ছোট হইলে তে কী হইলেরে বেটা
সেজার দোসর হবেরে বেটা’।

দেরি চুদা
অধিক বয়সে বিবাহ করা। বয়স ঢেলে যাওয়া সময়ে বিবাহ। যৌবন চলে যাওয়া বয়স।
‘এত কেনে দেরিগে
দেরি চুদার বেটি’।

চেট
লিঙ্গ। পুরুষের যৌনাঙ্গ।
‘বিলাই বুঝিগে মারিয়াং ঝেঁটা

কারুয়ার গেলগে চেটট কাটা'।

পরকীয়া বিষয়ক

নাং
প্রেমিক। অন্য পুরুষ। বিদেশি। পরকীয়া সম্পর্কের মানুষ। পর-পুরুষ। অবৈধ সম্পর্কের মানুষ।
'বায়া হাতে বাইগন তুলায়,
ডায়া হাতে ভাই নাংগক ডাকায়'।

ঝারবাড়িকার বন্ধু
প্রেমিক পুরুষ। ঘাটে অঘাটে যার সঙ্গে মিলিত হয়।
'হকা আহি তামাকু আহি
খায়া গেল মোর ঝারবাড়িকার বন্ধু– এতই রাতি'।

বিদেশি
পর পুরুষ। প্রেমিক
ফেল্লায় কয় যে কিসের হাসি খুশি
ফেল্লি কইছে আগিলা পিরীতের যান বিদেশি।

পেট হওয়া
অবৈধ গর্ভধারণ।
'ধীরে বাইজন বাজা
সেই খাটা খায়া পেটত হইল ছুয়া'।

দরিদ্রতা বিষয়ক

জরম ঠ্যাঙ্গুয়া
যার কপালে ধন সম্পত্তি কোন কালেও থাকে না। হয় না। যে ঠ্যাং দিয়ে লক্ষ্মীকে লাথি মারে তারা এই দশায় পড়ে।
'কিসের এত জড়তাগে
জরম ঠ্যাঙ্গুয়ার বেটিটা
একটা মটর সাইকেলের তাকনে
তোর বাপ খেটেছে গোলামী'।

পুরুষ উপমা বিষয়ক

ভারুয়া
স্বভাবে ভিরু যে। বা স্ত্রীতে আসক্ত যে।
'মাছ মারিবা গেলগে ফেল্লা ভারুয়া
মাছ মারে রহি সেরন পুঁটি'।

ঢাট কাউয়া

বড়ো কাক। পাতি কাক ছোটো আকারের কাক। পাতি বলতে সাধারণ কাক। পাতি কাকের এর বিপরীত ঢাট কাক।

‘ওটা দুলহার মাথাটা
ঢাট কাউয়ার বাসাটা’।

ভাতার
স্বামী। পুরুষ। বেটা ছেলে।

তেল কালো
গায়ের রং তামাটে বর্ণ।

‘সবারে ভাতার ভালো ভালো
ফেন্নির ভাতারটা তেল কালো’।

ফেন্না
পাত্র। বিবাহ যোগ্য পুরুষ।

‘দেরে ফেন্না টাকা পয়সা
বাজিগনিটাক বিদায় করি’।

খেরকু
বাজে চরিত্রের লোক। কিপটে। অল্প বোধের মানুষ।

উত্তর তিতে আসিলগে সরুজ মুনিকার খেরকু
খেরকু কাটিয়া ঘরালেন ভাঙেলা বাঙলোরে তালা’।

বয়রা
কানে কম শোনে। কানে গেলেও মাথায় নেয় না এমন লোক।

মায়িতিকার বয়রাটাগে ভুঞায়া উঠাইসু
মায়োতিকার বয়রাটাগে খেতেলাই উঠাইসু’।

হান্ডিয়া
নীচু পেশার সঙ্গে যুক্ত পুরুষ।

কুন বা মান্ডোয়ালির বেটি ফিকিয়া ফিকিয়া দেছে
জরম হান্ডিয়ার বেটা কুরায়া কুরায়া নেছে’।

জলা
হাবাগাবা। বোকা ছেলে। জলা দিনাজপুর জেলার লোকগল্পের চরিত্র। নানা রকম গল্প প্রচলিত আছে। যেমন– জলার কচু গারা, জলার শ্বশুর বাড়ি যাওয়া, জলা আর জলার মাও, জলার বুদ্ধি ইত্যাদি।

ওত দিনে কছিলেনগে বায়ো বেটি বড় বাড়ি
জলা কেনে কান্দেছে বায়ো হালের মুঠিয়া ধরি’।

বাংরু
বেটে। পাত্র উষ্চতায় ছোটো হলে বাংরু বলে।

‘গড়করি বাংরু করি ইটয় নিজের শ্বশুর
উলুই উলুই...’।

পেচেরা পুচুরি
ছোটো খাটো স্বাস্থ্যহীন চেহেরার মানুষ।
খন্তা পাড়ার ছন্ডাগেলা পেরেচা পুচুরি
বেড়াবা যাইলে ঢেঁকির মতন সুতি থাকে'।

স্ত্রী উপমা বিষয়ক

ছুয়ামারি
বাচ্ছাকে মেরে ফেলার স্বভাব।
'খাবারের মনে খামগে দাদা অসগোল্লা
অসগোল্লা খাইলে গে বহিন হবু ছুয়ামারি'।

হাদাংকালী
খারাপ ও জেদি তেজালো স্বভাবের স্ত্রী। দিনাজপুরের খনগানে 'বিশ্বসুন্দরী হাদাংকালী' একটি পালাগান আছে।
একটা বহিন হাদাংকালী আর
একটা বহিন বিলের পাঠিরে মোর সোনা'।

ফেন্নি
কন্যা। বিবাহ যোগ্যা।
ওপাকে কঠালের ছিয়া
ফেন্নি ভাবে বসিয়া ভাতার ধরিয়া।

মায়ি
মেয়ে। বিবাহযোগ্যা ফেন্নি।
মায়ির মান্ডোয়াতলা কোন কোন দানরে পরে
মায়ির মান্ডোয়াতলা জোড়া জোড়া ধুতিরে পরে'।

মান্ডোয়ালি
মারোয়া সাজান পেশা। মারোয়া সাজানোকে কোন স্ত্রী পেশা হিসাবে নিলে তাকে মান্ডোয়ালি বলে।
কুন বা মান্ডোয়ালির বেটি ফিকিয়া ফিকিয়া দেছে
জরম ঠ্যাংগুয়ার বেটা কুরায়া কুরায়া নেছে'।

দোভাতারি
যার দুই বর আছে। ঘরে এক বর। বাইরে পরপুরুষ।
'আসুক দোভাতারি বেটি
তোর সঙ্গে সিনান করিবে গে'।

তেলেংগি
তেল তেল করা স্বভাব সে স্ত্রীলোকের। এর ঘরে যাওয়া ওর ঘরে যাওয়া স্বভাব। ছেলে মানুষের মত স্বভাব।

‘চেংড়ামতি শ্রীরামপুরের ছুন্ডিগেলা তেলেংগি
বেড়াবা গেলে ভাকারায় পানের ডালি’।

“কোনো ঔপন্যাসিক যে আজ বা আগামীকাল উপন্যাসের মধ্যে এমন এক ভাষার অধিকার চাইতে পারে যে-ভাষায় তার কথ্য সত্য মনে হবে, বানানো মনে হবে না” (রায় ২২) । এই আলোচনায় তিনি আরও বলেছেন– উপনিবেশ আমাদের অনেক কিছু ‘দেশিয়’ নষ্ট করলেও আরও অনেক বিষয়ের বহুতর দিক আছে যা সেই মানসিকতা লালন করা বাঙালিরাও নষ্ট করতে পারেনি। তা সত্য কথা; বিয়ের গানের এই ভাষা পাঠ করলে অনেকানেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরও কাহিনি আছে। প্লট আছে। নিজস্ব মডেল আছে। ভাষা আছে। কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারলাম না। একঘেয়েমিতা আছে। বাঁধাধরা ছক আছে। কিন্তু কথক বিশেষে স্থান বিশেষে সময় বিশেষে একটি গান ও গানের ভাষা আলাদা আলাদা পরিবেশিত হয়।

উপনিবেশ আমাদের অনেক কিছু ধ্বংস করেছে এ সত্য। আমাদের গল্প, ফর্ম, গান ও কথা এবং ভাষা। অবশ্য যতটা না ইংরেজরা একাজ মন দিয়ে করেছে তার থেকে আরও বিধ্বংসী মনোভাব নিয়ে করেছে ইংরেজদের হাতে তৈরি বাঙালি এলিট শ্রেণি। মাঝে মাঝে কিছু বিদ্বজন বাংলার প্রাচীনতা নিয়ে উতলা হয়েছে ঠিক-ই, কিন্তু ঐ অব্দি তা আর এগোয়নি। আজ আমরা যাকে বলছি পুরুষতন্ত্রের ভাষা!! কিংবা পুরুষের মুখেই ভাষায় সমস্ত উপাদান তৈরি। একেবারেই অস্বীকার করছি নারীর দেওয়া মৌখিক লৌকিক ভাষা ও ভাষিক অবদান। উপনিবেশ যখন এই কাজে সফল হয়নি আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে পুরুষালী মনোভাবও এই কাজে অসফল হবে।

কেনো না বিয়ের গানের ভাষায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পদবাচ্যাই সমানভাবে প্রযুক্ত। যেমন ‘তেনেলংগি’ শব্দটি একজন অবিবাহিত নারীর পক্ষে চরম নিন্দনীয় একইভাবে ‘তেলেঙ্গা’ শব্দটিও অবিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে আমরা অর্থাৎ আলোচকরাও পুরুষালী মনোভাব নিয়ে আলোচনা করি। সেখানে এখনও খামতি আছেই। আবার স্ত্রী যৌনাঙ্গের কথা বললেও একই সঙ্গে পুরুষের যৌনাঙ্গের কথাও বলছে। যেমন– ‘চেটের গারা’।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাঙলায় সমাজভাষাচর্চা’ (২০২২) গ্রন্থের সংকলন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছেন– “ধরে নেওয়া হতো, লোকভাষা নিরক্ষর লোকসমাজের ভাষা; অমার্জিত, গেঁয়ো ভাষা” (বন্দ্যোপাধ্যায় ix)। এটা কিন্তু অনেক আগে বলা এবং জানা প্রবাদ স্বরূপ কথন। এতে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আর গায়ে লাগে না যারা সচেতন তাদের। অর্থাৎ এই একমাত্র গর্ব করার বিষয় এখনও অবধি, যেখানে উপনিবেশের থাবা তেমন করে নেই। এইটুকুই আমাদের মান-সম্মান। ধরে নেওয়া যাক আমি এলিট বাঙালি, নাক উঁচু; যাদের কাছে এই গান এই গানের ভাষা জাত শোনা অর্থ যাওয়ার মতন বিষয়। অন্তত পূর্ব অভিজ্ঞতা তাই বলে; সমীক্ষার সময় দেখেছি এক পিতা সন্তানকে বলছে ‘ওসব’ বাজে গান, নাটক নিচু শ্রেণির মানুষেরা দেখে। ইত্যাদি। সেই পিতা সন্তানের কাছে বাঙালি বলে কী কি বিষয় নিয়ে গর্ব অনুভব করেন! আজ একজন বাঙালি ‘মিডিয়াম’ পছন্দ করে। সেটা রিক্সাওয়ালা থেকে চাকুরীজীবী অবধি। এই মিডিয়াম বিতর্ক যতটাই বাড়ুক না কেন; এখানে একটা কথা পরিষ্কার যে সেই মিডিয়ামের গর্ব করার মতন অনুভব করার মতন কোন বিষয় হাতে পরে থাকবে না। এ সত্য। তাইতো তারা এখন হিন্দি-ইংরেজি এবং বাংলা মিশিয়ে কথা বলতে স্বচ্ছন্দ করে! জানি না এটা কীসের ইঙ্গিত! পাঠক নিজেই বুঝতে পারবেন।

Conclusion

"উপভাষারচর্চার মধ্যে ভাষার আঞ্চলিক শাখাই হচ্ছে উপভাষা– অর্থাৎ উপভাষা ভায়ার চেয়ে ছোটো– এই ধরনের একটি ভ্রান্ত ঔপনিবেশিক ধারণা বলবৎ থাকায় উপভাষাচর্চার অনেক জায়গায় বৈজ্ঞানিক অভাব ঘটেছে" (দাশ ৪২) । আর একই কারণে আমাদের লোকভাষারও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। অর্থাৎ এই ঔপনিবেশিকতাবাদ এলিট বাঙালির মননজাত ফসল। যার ফল স্বরূপ আমাদের খেসারত দিয়ে হয়। বিয়ের গানের উল্লেখিত উদাহরণগুলো গালাগাল কিংবা অশ্লীল নয়। যদিও একথা সহজে স্বীকার করতে ভীষণ অসুবিধা হবে। কারণ আমরা বিদেশিদের ঔপনিবেশিক মনোভাবে পালিত ও শিক্ষিত। পবিত্র সরকার বলছেন– "গালাগাল ভাষা নির্ভর নয়, সংস্কৃতি নির্ভর। অর্থাৎ কোন্ কথাটা গালাগাল আর কোন্ না নয় তা বিশেষ সংস্কৃতির দ্বারা, এমনকি বিশেষ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবেশ বা Context দ্বারা নির্ধারণ হয়" (সরকার ১০৫) । বিয়ের গান ও তার ভাষার ক্ষেত্রে এই সত্যটিই প্রযোজ্য।

Notes

ইকবাল, হাসান। ভাষা, নারী ও পুরুষপুরাণ। অবসর। ২০১৬। পৃ ৭১। তাঁর মতে– 'নারীর কোন নিজস্ব ভাষা নেই। পুরুষাধিপত্যে নির্মিত ভাষাই নারীর ভাষা' । তাই যদি হয়; তাহলে নারীর ভাষা নিয়ে স্বতন্ত্র কোন কাজ হওয়ার কথা না– এটা মোটা মাথার যুক্তিতে বলে। সমাজভাষা কিংবা লোকভাষায় নারীর ভাষা আলাদাভাবে আলোচ্য। ভাষিক আলোচনায় আলাদা এবং স্বতন্ত্র মানদণ্ড ধরা হয়েছে। দেবেশ রায়ের সঙ্গে আমরাও একমত, যে, উপনিবেশ বাংলার অনেক ফর্ম বদলে দিলেও কিছুটা বিষয় এখনও স্বদেশীয় আছে এবং এমনভাবে আছে যে তা পরিবর্তন করা আদৌ সম্ভব হয়নি কারও পক্ষে। বরং নিজস্ব ঘরানায় পুষ্ট হয়েছে।

References

ইকবাল, হাসান। ভাষা, নারী ও পুরুষপুরাণ, অবসর, ২০১৬, পৃ ৭১।

দাশ, নির্মল। লোকভাষা থেকে ভাষালোক। দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃ ৪২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ। বাঙলায় সমাজভাষাচর্চা, নির্ঝর, ২০২২, পৃ ix।

রায়, দেবেশ। উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, ২য় সংস্করণ, পৃ ২২।

সরকার, গৌতম। মেয়েদের গানে শরীর ও সংলাপ, তবুও প্রয়াস, ২০২১, পৃ ১০৫।

সরকার, পবিত্র। লোকভাষা সংস্কৃতি নন্দনতত্ত্ব, চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৪, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, পৃ ১০৫।